চুয়াডাঙ্গার খাড়াগোদা গ্রামে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত ৬

চুয়াডাঙ্গা খাড়াগোদার বাজারে আ.লীগ ও যুবলীগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য আ.লীগ নেতা লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানিয়েছেন।

একদিকে করোনা অপর দিকে মাহে রমজানের পবিত্র মাস আ.লীগ-যুবলীগ নেতাদের এহন কর্মকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়েছে সচেতন মহল। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত গড়াইটুপি ইউনিয়নের গাষ্টবিহার গ্রামের জহুরুল ইসলামের মেয়ে গড়াইটুপি ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশের বোন জুই গত দেড়মাস আগে ঝিনাইদহ গোপালপুর গ্রামে বিয়ে হয়। বিয়ের ১৫ দিনের মাথায় জুই নিজ গ্রামের ভাটার ছেলে মুকুল হাসানের হাত ধরে পালানোর চেষ্টা করে।

সে সময় দর্শনা পুলিশ তাদরকে ডাকবাংলা বাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করে উভয় পক্ষের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। গতপরশু বহস্পতিবার মুকুল পুনরায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫টার দিক গড়াইটুপি গ্রামের আ.লতিবের ছেলে রানা পলাশের পক্ষ নিয়ে গাষ্টবিহার গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে গড়াইটুপি ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি লিটনকে চড় থাপ্পড় মারে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই লিটন এর গায় হাত পড়েছে জানতে পেরে তিতুদহ ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি শুকুর আলী ও লিটন দলবল নিয়ে খাড়াগোদা বাজারের শিমুলের ০◌েদাকানের সামনে গিয়ে পলাশ ও তার ভাই শিমুলের ওপর চড়াও হয়। একপর্যায় সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। যার হাতে যা থাকে তাই দিয়ে একে অপরকে মারপিট করতে থাকে।

এই ঘটনায় আহত হয় শুকুর পক্ষের লিটন, রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে ঝন্টু, ছয়রদ্দিনের ছেলে আহাদ আলী। পলাশ পক্ষের আহত হয় পলাশ ও তার ভাই শিমুল এবং রসূলের ছেলে হাবিবুর রহমান। যুবলীগের সভাপতি পলাশ

অভিযোগ করে বলেন, আমার বোনের সংসার ভাঙ্গা নিয়ে মুকুলকে সেল্টার দিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে লিটন। বোনকে নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে কারোর মাথায় ঠিক থাকার কথা না। শুকুর ও তার লোকজন আমাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালিয়েছে।

অপর দিক লিটনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পলাশ মিথ্যা সন্দেহ করে তার লোকজন দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে লিটনের ওপর হামলা চালায়। গড়াইটুপি ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, পলাশের বোনকে নিয়েই মূলত এ ঘটনা। শুকুর আলী পলাশের কাছে লিটনের মারার ব্যাপার জানতে গেলে পলাশের লোকজন ক্ষিপ্ত হয় হাসুয়া রামদা দিয়ে লিটন ও তার লোকজনকে কুপিয়ে যখম করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনলেও উভয় পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে, দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান জানিয়ছেন।

গণমাধ্যমই বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে: কাদের

বিএনপির রাজনীতি এখন টেলিভিশন নির্ভর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেছেন, টেলিভিশন না থাকলে তাদের রাজনীতি অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ত। গণমাধ্যমই বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুধবার সকালে রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

করোনা মোকাবেলায় ট্রাস্কফোর্স গঠনে বিএনপির দাবির বিষয়ে

ওবায়দুল কাদের বলেন,পৃথিবীর কোনো দেশেই রাজনৈতিক টাস্কফোর্স গঠিত হয়নি। যা হয়েছে তা হচ্ছে শুধুমাত্র ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বিষয়ে টাস্কফোর্স।

বিএনপি এখনও নেতিবাচক রাজনীতির বৃত্তে আটকা আছে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, দেশের এই সংকটে বিএনপিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচারে বিশ্বাসী নয়,তিনি কাজে বিশ্বাসী।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশের বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িককে আওয়ামী লীগের পক্ষে শুভেচ্ছা জানান। দলীয় সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার মৃত্যুতে ওবায়দুল কাদের গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

ঢাকা-৫ আসনের এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লা আর নেই

ঢাকা-৫ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান মোল্লা (৭৮) আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বুধবার সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে হাবিবুর রহমান মোল্লার লাইফ সাপোর্ট খুলে দেওয়া হয়। খবরটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মরহুমের মেজ ছেলে সজল মোল্লা।

গুরুতর অসুস্থ হয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। হাবিবুর রহমান মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ২৭ এপ্রিল বার্ধক্যজনিত কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

হাবিবুর রহমান মোল্লা ২৭ জানুয়ারি ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন নিরহংকারী, সাদামাটা ও অত্যন্ত আল্লাহ

ভীরু একজন মানুষ। হাবিবুর রহমান মোল্লা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। আওয়ামী লীগের এই প্রবীণ নেতা রাজনীতির সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ছিলেন অকুতোভয় মুজিব সৈনিক। হাবিবুর রহমান মোল্লা মোল্লা ১৯৯১ সালে প্রথম স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ নেন কিন্তু পরাজিত হন। তিনি ১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা-৪ আসন থেকে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২০০১ সাধারণ নির্বাচনে একই আসন থেকে তিনি বিএনপির প্রার্থী সালাহ উদ্দিন আহমেদের কাছে হেরে যান। ২০০৮ সাধারণ নির্বাচনে মোল্লা ঢাকা-৫ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান এবং নির্বাচনে জয়ী হন। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

একমাস পর বসছে মন্ত্রিসভার বৈঠক

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে একমাস পর সীমিত পরিসরে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসছে।

আজ বেলা ১১টায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এই বৈঠক বসবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ) মো. আব্দুল বারিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আজ বেলা ১১টায় গণভবনে মন্ত্রিসভা বৈঠক হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে এটি হবে খুবই সীমিত পরিসরে।’

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ওই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মাত্র তিনজন মন্ত্রী অংশ নেবেন বলেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জানা গেছে।

এর আগে সাধারণ ছুটির মধ্যে ৬ এপ্রিল গণভবনে সীমিত পরিসরে মন্ত্রিসভা বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মাত্র ৭ জন মন্ত্রী অংশ নেন, আর

সবার মুখে ছিল মাস্ক। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা টেবিলে বসে বৈঠকে অংশ নেন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাসের রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিতে দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্সকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার সকালে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে রংপুর বিভাগের আট জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়ে এ কথা জানান তিনি।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। মানুষকে সুরক্ষিত রেখে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে ছাত্রলীগের উদ্যোগে ইফতার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে গাংনীর কাথুলি মোড়ে প্রায় দেড়শ’জনের মাঝে এ ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইফতার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব সহ ছাত্রলীগের সকল স্তরের নেতা কর্মীবৃন্দ।

মেপ্র/এমএফআর

ত্রাণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন সচিবেরা : প্রধানমন্ত্রী

ত্রাণ কার্যক্রম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো ঠিকমতো হচ্ছে কি না, এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন সচিবেরা। এ জন্য প্রতি জেলায় একেকজন সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ সোমবার সকালে গণভবন থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আট জেলার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একেক জেলায় একেকজন সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছি যে এই ত্রাণ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাজগুলো যথাযথভাবে হচ্ছে কি না, তা খোঁজখবর নেবেন এবং সেই রিপোর্ট আমাকে দেবেন। সাথে সাথে আমাদের যারা দলীয় লোকজন আছেন, তাঁদের নির্দেশনা দেওয়া আছে দলের পক্ষ থেকে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কমিটি করে দেবে। সেখানে যাঁদের ত্রাণ পাওয়ার কথা, তাঁরা যেন পান। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজটি করবে।’

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন কাজ তুলে ধরে তাঁদের প্রশংসাও করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দুর্যোগ এলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সাহসের

সাথে সেটা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি ১৯৭১ সালের কথা তুলে ধরে বলেন, মনে সাহস নিয়ে করোনাভাইরাসকে মোকাবিলা করতে হবে এবং বাঙালিকে বিজয়ী হতে হবে। তিনি বলেন, ‘দুর্যোগ আসে, দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। তা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। শুধু জনগনের সহযোগিতা চাই এই জন্য, এই রোগের প্রাদুর্ভাব যেন ছড়িয়ে না পড়ে। সেদিকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনে চলবেন।’

ধান কাটার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ধান কাটতে যাবে, তাদের যাতায়ত ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তিনি বলেন, ‘খাদ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই ভাইরাসের জন্য বিশ্বব্যাপী মন্দা সৃষ্টি হবে। আগামীতে হয়তো বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে যদি আমরা খাদ্য উৎপাদন করে খাদ্য মজুত রাখতে পারি, তাহলে আমরা সেই দুর্ভিক্ষে পড়ব না, বরং অনেককে সাহায্য করতে পারব। সেই ব্যবস্থা এখন থেকে নিতে হবে।’ কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে ৯৫ হাজার ৬১৯ কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। আগামী তিন বছর অর্থনীতির চাকা যাতে সচল থাকে, সেটা মাথায় রেখে এই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এবার ২১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করা হবে।

পণ্য সরবরাহে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবন যেন স্থবির না হয়, না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোজার সময়ে মানুষের যেন কষ্ট না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখার কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অনেক আগেই বলেছিলাম এপ্রিল মাসটা আমাদের জন্য কষ্টের হবে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়াতে পারে। এ মাসে সবাইকে সাবধানে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। ঠিক তাই হয়েছে। এ মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সারা বিশ্বে যখন হাজার লোক মারা যাচ্ছে, সেখানে আজকে এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ, এখন পর্যন্ত আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। আমাদের জনগণ যদি আরেকটু সচেতন থাকে, আরেকটু নিজেকে সুরক্ষিত রাখে, তাহলে এটা সকলের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ এলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সাহসের সাথে সেটা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি ১৯৭১ সালের কথা তুলে ধরে বলেন, মনে সাহস নিয়ে করোনাভাইরাসকে মোকাবিলা করতে হবে এবং

বাঙালিকে বিজয়ী হতে হবে। তিনি আরও বলেন, ‘দুর্যোগ আসে, দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। তা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। শুধু জনগনের সহযোগিতা চাই এই জন্য এই রোগের প্রাদুর্ভাব যেন ছড়িয়ে না পড়ে। সেদিকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনে চলবেন।’ সূত্র-প্রথম আলো

পিপিই বানানোর কথা বলে অন্য পণ্য বানাচ্ছে গার্মেন্টস মালিকরা

গাজীপুরের বেশ কিছু গার্মেন্টে পিপিই বানানোর কথা বলে অন্য পণ্য বানাচ্ছে। শ্রমিকদের ডেকে এনে কাজ করালেও তাদেরকে বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে না। মানছে না স্বাস্থ্যবিধি এমন অভিযোগ করেছেন গাজীপুরের পুলিশ সুপার বেগম শামসুন্নাহার।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তিনি এ অভিযোগ করেন।

কনফারেন্সে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর গাজীপুর ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নতুন করে শ্রমিক আনা ঠিক হবে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শ্রমিকদের থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে সীমিত পরিসরে পোশাক কারখানা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিতে নির্দেশনা দেন।
বিজিএমইএ’র সভাপতি রুবানা হকের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে (বিআরটিএ) দেয়া একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে আলোচনার সূত্রপাত হয়। বিজিএমইএ সভাপতি আগামী ২৬ এপ্রিল গাজীপুরে বেশ কিছু রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার লক্ষ্যে শ্রমিকদের আনার জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে এ চিঠি দেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত ৫০৭ প্রতিষ্ঠান: প্রধানমন্ত্রী

সারাদেশে ৫০৭টি প্রতিষ্ঠান কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার গণভবন থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ কথা বলেন। সকাল ১০টা ৫ মিনিটে এই ভিডিও কনফারেন্স শুরু হয়।

করোনাভাইরাসের কারণে অনেক অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের থাবা এসে পড়েছে। সবাইকে এ ব্যাপারে সুরক্ষিত থাকতে হবে। আমাদের দেশের অনেকেই এটি ভালোভাবে মানতে চান না। যার ফলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, সারাবিশ্ব এই ভাইরাসের জন্য আতঙ্কিত। আমার মনে হয় বিশ্বে এ ধরনের পরিস্থিতি এর আগে কখনো তৈরি হয়নি। বিশ্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মক্কা-মদিনা, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা সবকিছু বন্ধ। বাংলাদেশেও বিশ্বের একটি দেশ। তাই যথাযথ ব্যবস্থা আমরা শুরু থেকেই নেওয়া শুরু করেছি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

স্বাস্থ্যখাতে এরকম ঝড় উঠবে তা

কল্পনার অতীত ছিল: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতে এরকম একটা ঝড় উঠবে তা কল্পনার অতীত ছিল। আসলে ভাইরাসসহ সংক্রামক রোগের কোনো পূর্বের অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে গাইড লাইন অনুসরন করে আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা থেকে আমরা কতগুলো পদক্ষেপ সঙ্গে সঙ্গে নিতে থাকি।

তিনি বলেন, আমরা স্কুল, কলেজসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিই। প্রত্যেকের যাতায়াত আমরা সীমিত করে দিই। আমরা বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর বন্ধ করে দিই। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন সব জায়গায় আমরা বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করি।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫টায় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে সারা বিশ্বে করোনা পরিস্থিতিতে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে অধিবেশন বসাচ্ছি। এটি একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। করোনাভাইরাসে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এ মহামারি মানুষকে বন্দী করে ফেলেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে করোনা আসার সম্ভান পেয়েই আমরা নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদফতর ও আইইডিসিআর যথাযথ কাজ করছে। করোনা চিকিৎসা সরকারিভাবে করা হচ্ছে। দেশের সব জায়গায় এখন করোনা নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে দেশে যেন খাদ্য ঘাটতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখছে সরকার। বর্তমানে ৫০ লাখ মানুষকে রেশন কার্ড দেয়া হচ্ছে। আরও ৫০ লাখ লোককে রেশন কার্ড দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে এক কোটি লোক খাদ্য সহায়তা পাবেন। আর এই এক কোটি লোকের পরিবারের সংখ্যা যদি পাঁচজন হয় তাহলে পাঁচ কোটি লোক খাদ্য সহায়তার আওতায় আসবেন।

মহামারী নভেল করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সারা দেশে অচলাবস্থার মধ্যে সংবিধানের ‘নিয়ম রক্ষায়’ শুরু হয় জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন।

সংসদ অধিবেশনে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনে অংশ নেওয়া প্রধানমন্ত্রীসহ সব সদস্যই মাস্ক পরেন। অনেকের মাথায় সার্জিকাল টুপিও দেখা গেছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে একজন থেকে আরেকজনের ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে পূর্ব পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তুলনামূলক কম সংখ্যক সদস্য অধিবেশনে অংশ নেন।

এর আগে কোরাম পূর্ণ হওয়ার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন ৬০ জন বা তার সামান্য কিছু বেশি সদস্য সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন বলে আগেই সিদ্ধান্ত হয়। সংসদ কক্ষে আইন প্রণেতাদের আসনের মাঝে দূরত্বও দেখা গেছে। এজন্য সিনিয়র সংসদ সদস্য এবং ঢাকার বাইরে অবস্থানকারী সংসদ সদস্যদের উপস্থিত হতে আগেই নিরুৎসাহিত করা হয়।

সংসদে প্রবেশের সময় সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয় বলেও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

অধিবেশনের শুরুতে স্পিকার নভেল করোনাভাইরাস পরিস্থিতি তুলে ধরেন। করোনভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য তিনি শোক প্রকাশ করেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যেও অধিবেশন আহ্বানের কারণ ব্যাখ্যা করেন স্পিকার। সম্ভাব্য সব স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এর পরপরই স্পিকার নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সংসদ অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন।

পরে তিনি সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মনোনয়ন দেন। এ অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন- আ স ম ফিরোজ, আবুল কালাম আজাদ, এ বি তাজুল ইসলাম ও মেহের আফরোজ চুমকি। স্পিকার- ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে এদের মধ্যে অগ্রবর্তীজন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন।

এরপর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন সরকারি কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন উত্থাপন করেন। পরে সংসদে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্পিকার। শোক প্রস্তাব উত্থাপনের পরেই স্পিকার সংসদ অধিবেশন সমাপনীর বিষয়টি সংসদকে অবহিত করেন।

সংসদের এক অধিবেশন শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে আবার

সংসদ বসার বাধ্যবাধকতা সংবিধানে রয়েছে। সর্বশেষ ষষ্ঠ অধিবেশন শেষ হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি। সেই হিসেবে ১৮ এপ্রিলের মধ্যে সংসদের অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা ছিল।

অধিবেশন চলাকালে সংসদ ভবনে জনসমাগম এড়াতেও নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীদের খবর সংগ্রহে সংসদে না যেতে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া অধিবেশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়া অন্যদের উপস্থিত না হতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন